(মোঃ আবদুল মতিন তালুকদার)
সুপারিনটেনডেন্ট
যমুনা কারিগরি ইন্সটটিউট
মোবাইল নম্বর-০১৭১১-২৮৮৯০৯

"বাণী"

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু "শেখ মুজিবুর রহমান" বলেছেন সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার বাংলা বলতে বঙ্গবন্ধু বুঝে ছিলেন আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং সোনার মানুষ বলতে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন ডিজিটাল মানুষ কে বুঝেছিলেন । এমনি প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানের ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করার ঘোষণা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের রূপকল্প কে বাস্তবায়ন করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) শিক্ষা সম্প্রসারণের বিকল্প নাই। কারণ কারিগরি ও বৃত্তি মূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিল্পোদ্যোক্তা তৈরী সহ দেশীয় ও বৈদেশিক কর্মক্ষেত্রের চাহিদানুযায়ী দক্ষ ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি তৈরী করা সম্ভব। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কে বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলাদেশের জাতীয় চার নেতার অন্যতম নেতা প্রয়াত শহীদ এম মুনছুর আলী সাহেবের পবিত্র জন্মভূমি সিরাজগঞ্জ জেলায় অবস্থিত দেশের স্বনামধন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "যমুনা কারিগরি ইন্সটিটিউট"। অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রায় দুই যুগ ধরে কারিগরি ও বৃত্তি মূলক(ভোকেশনাল) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বি-নির্মানে যথার্থ ভূমিকা রেখে চলেছে এবং আগামীতে নতুন প্রজন্ম কে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক(ভোকেশনাল) শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আব্দুর মতিন তালুকদার)

ছবি

প্রফেসর এস এম মনোয়ার হোসেন
সভাপতি, যমুনা কারিগরি ইন্সটিটিউট
ও
সাবেক অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ,
সিরাজগঞ্জ।

"বাণী"

বঙ্গবন্ধুর সপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিশন-২০৩০ ও মিশন- ২০৪০ এর রূপরেখা ঘোষণা করেছেন। এরই পথ ধরে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র এবং ২০৪০ সালের মধ্যে বিশ্বের তাবৎ উন্নত রাষ্ট্রের সাথে পাল্লা দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তারিত হবার রেস ট্র্যাকে চলমান আছে। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে চাইলে কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। যে দেশের নতুন প্রজন্ম যত বেশী কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে সে দেশ ততদ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। অর্থাৎ বলা যায় আমাদের দেশকে যদি উন্নত করতে চাই শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে, তাহলে কারিগরি জ্ঞনে গড়তে হবে নতুন প্রজন্মকে।

লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধংস্ব প্রায় জাপানের অগ্রগতির কথা। তারা বুঝে গিয়েছিল কারিগরি জ্ঞানে উন্নতি না করতে পারলে ঘুড়ে দাড়ানো সম্ভব নয়। তাই তারা কারিগরি শিক্ষায় মনোযোগ দিয়েছিল এবং তাদের প্রজন্মকে সেই ভাবে গড়ে তুলেছিল বলেই, ধংস্বস্তুপের মধ্য থেকে আজকের এই উন্নত জাপান।

চীনের দিকে তাকান, সে দেশের উন্নতির পিছনে রয়েছে কারিগরি শিক্ষা। এমন জিনিস নেই যে, চীন তৈরী করতে পারেনা। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ মানদন্ডের সব জিনিস চীন তৈরী করে। বর্তমানে চীন বিশ্ব অর্থনীতির বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে, একমাত্র কারিগরি শিক্ষায় নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার কারণে।

তাই আসুন আমাদের এই অধিক জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন প্রজন্মকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলি এবং আত্মনির্ভরশীল জাতি গড়ে তুলি। সুতরাং আমাদের স্লোগান হোক-

নতুন প্রজন্মকে দিক্ষা দেই কারিগরি
স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

প্রফেসর এস এম মনোয়ার হোসেন
(মোবাইল নম্বর ০১৭১২-৬১০৩২৩)